

- 'সত্ৰি সোনা' গল্পে কুঁড়েমির বদলে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাজেও আছে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লেখায় সেই আনন্দেরই ছবি ধরা পড়েছে। লেখাটি 'সত্ৰি সোনা' গল্পটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

আমরা চাষ করি আনন্দে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র গুঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস গুঠে ভরে ভরে চাষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা
রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শিমে পুলক ছোটে,
সকল ধরা হেসে গুঠে—
অম্বানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।





হাতে কলমে

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

- ১.১ চাষ করার জমিকে কী বলা হয় ?
- ১.২ চাষের কাজে কী কী জিনিস না হলে চলে না ?
- ১.৩ ধানগাছ থেকে কী কী জিনিস আমরা পাই ?
- ১.৪ 'সকল ধরা হেসে ওঠে'—এখানে 'ধরা' শব্দটির অর্থ কী ?
- ১.৫ 'ধরা' শব্দটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করে একটা বাক্য লেখো।
- ১.৬ 'পুলক' শব্দটি দিয়ে একটা বাক্য রচনা করো।
- ১.৭ 'অস্থান' মাসটির পুরো নামটি কী ?

শব্দার্থ : রৌদ্র — রোদুর।
চাষ — চাষ করা হয়েছে
এমন। তরুণ — কিশোর,
নবযৌবন প্রাপ্ত। নৃত্য-দোদুল
— নাচের তালে দুলাচ্ছে
এমন। পুলক — রোমাঞ্চে
আনন্দ। ধরা — পৃথিবী।
অস্থান — অগ্রহায়ণ (মাসের
নাম)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'সহজপাঠ', 'কথা ও কাহিনী', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকর্ষণ করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

২. শূন্যস্থানে ঠিক বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

- | | |
|-------------|-------------|
| ক) স _____ | ঘ) শি _____ |
| খ) গ _____ | ঙ) অ _____ |
| গ) বৃ _____ | চ) রৌ _____ |



৩. তোমার পড়া গানটির একটি পঙ্ক্তি নীচে দেওয়া আছে। তার পরের দুটি লাইন গান থেকে তুমি লেখো :

সবুজ প্রাণের গানের লেখা

----- ।

৪. বীদিকের সঙ্গে জনদিক মেলাও :

বীদিক	জনদিক
ক) বীশের বনে	ক) পুলক ছোটে।
খ) সকল ধরা	খ) সকাল হতে সন্ধ্য।
গ) বাতাস ওঠে ভরে ভরে	গ) হেসে ওঠে।
ঘ) মাঠে মাঠে বেলা কাটে	ঘ) চষা মাটির গন্ধ্য।
ঙ) ধানের শিষে	ঙ) পাতা নড়ে।

৫. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৫.১ সুর দিয়ে গাওয়া হয় গান আর রেখা দিয়ে যে কাজ করা হয় তা হলো _____ ।

৫.২ অছান মাসের আগের মাসের নাম হলো _____ ।

৫.৩ অছান মাসের পরের মাসের নাম হলো _____ ।

৫.৪ অছান মাস _____ ঋতুর মধ্যে পড়ে।

৬. যীরা চাষ করেন তাঁদের চাষি বলে।

তাহলে, যীরা কবিতা লেখেন তাঁদের বলে _____ ।

যীরা কাঠ দিয়ে খাট, চেয়ার-টেবিল, আলনা, দরজা-জানালা বানান তাঁদের বলে _____ ।

যীরা ইটের বাড়ি বানান তাঁদের বলে _____ ।

যীরা মাটির বাড়ি বানান তাঁদের বলে _____ ।

যীরা মাছ ধরেন তাঁদের বলে _____ ।



৭. নীচের বাক্যগুলির দাগ দেওয়া অংশে কোনো না কোনো কাজ বোঝাচ্ছে। ভূমি গানটি থেকে এমন আরো কয়েকটি কথা বের করে নীচে লেখো, যা দিয়ে কাজ করা বোঝায়।

- ক) রৌদ্র ওঠে।
- খ) বৃষ্টি পড়ে।
- গ) পাতা নড়ে।
- ঘ) চাষ করি আনন্দে।

৮. সারাদিন বৃষ্টি হলে ভূমি দিনটা কীভাবে কাটাবে, নীচে চার লাইনে লেখো :

